খুব অল্প খরচে
যে কোনো বাংলা, ইংরাজী ও হিন্দি পত্রিকায় খুব কম খরচে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়।
নাম চেঞ্জ, বিজ্ঞপ্তি, হারানো প্রাপ্তি, পাত্রপাত্রী, কর্মখালি
আনন্দবাজার পত্রিকা The Telegraph THE TIMES OF INDIA দৈনিক যুগশঙ্খ
বর্তমান প্রতিদিন সন্মার্গ প্রভাত খবর
9232633899 THE ECHO OF INDIA

স্থানীয় নির্ভিক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র

সার্বভৌম সমাচার

RNI Regn. No. WBBEN/2017/75065 ❑ Postal Regn. No.- Brs/135/2020-2022 ❑ Vol. 08 ❑ Issue 40 ❑ 19 Dec., 2024 ❑ Weekly ❑ Thursday ❑ ₹ 3

নতুন সাজে সবার মাঝে
শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত
ALANKAR
অলঙ্কার
সরকার অনুমোদিত ২২/২২ ক্যারেট K.D.M সোনার গহনা নির্মাতা ও বিক্রেতা
যশোহর রোড • বনগাঁ
M : 9733901247

হাসপাতালকে ব্যবহার করে বাংলাদেশীদের জাল আধার ভোটার জন্মশংসাপত্র তৈরি করে দেওয়ার অভিযোগ

ধৃতদের হেফাজতে নিয়ে তদন্ত, শুরু রাজনৈতিক তরজা

সংবাদদাতা ঃ হাসপাতালে বসে রুগী কল্যাণ সমিতির অস্থায়ী এক কর্মীর বিরুদ্ধে জাল ভারতীয় পরিচয় পত্র জন্মশংসাপত্র আধার কার্ড তৈরি ও বিক্রির অভিযোগ উঠল বাগদায়। ধৃত অসিত দাসকে পুলিশ ইতিমধ্যেই গ্রেপ্তার করে নিজেদের হেফাজতে নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে। তার সঙ্গে বাগদার সুমন কুমার ঘোষ নামে আরো একজনকে গ্রেপ্তার করেছেন।

সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃত অসিত বাগদা হাসপাতালে রোগী কল্যাণ সমিতির অস্থায়ী কর্মী হিসেবে কাজ করে। বছর সাত আটেক ধরে কাজ করছেন তিনি। তার কাছে দৈনিক বহু মানুষ জন্মশংসাপত্র তৈরির প্রয়োজন আসত। তাদের মধ্যে বহু বাংলাদেশিরা থাকতো। পুলিশ তদন্তে নেমে একাধিক জাল নথি উদ্ধার করেছে। স্থানীয়দের অভিযোগ, বাগদা হাসপাতালে বসে কাজ করার সুযোগ নিয়ে হাসপাতালকে ব্যবহার করে ধৃত জন্মশংসাপত্র আধার কার্ড ভোটার কার্ড বাংলাদেশীদের তৈরি করে দিত। তাদের কাছে চড়া দামে বিক্রি করতো। পুলিশ ধৃতকে জেরা করে তার সঙ্গে আর কারা কারা যুক্ত আছে তা জানার চেষ্টা করছে।

প্রসঙ্গত, বাগদা বাংলাদেশ সীমান্ত বর্তী এলাকা। মাঝেমধ্যেই বাগদা এলাকায় ফেন্সিং হীন জায়গা থেকে অনুপ্রবেশের অভিযোগ ওঠে। একাধিক বাংলাদেশীকে গ্রেপ্তারের ঘটনাও ঘটে। বর্তমানে অশান্ত বাংলাদেশ। তার মধ্যে বাংলাদেশীদের জাল কাগজপত্র তৈরীর অভিযোগ নিয়ে রাজনৈতিক চাপানউতর শুরু হয়েছে। বিজেপির বনগাঁ সাংগঠনিক জেলা সভাপতি দেবদাস মন্ডল বলেন, তৃণমূল নেতাদের মতেই বাগদায় চোরাপথে আসা বাংলাদেশীদের আধার কার্ড ভোটার কার্ড জন্মশংসাপত্র বানিয়ে দিত অভিযুক্ত। অনেক বড় চক্র রয়েছে এর সঙ্গে। শাসকদলের কারা যুক্ত আছেন তা তদন্ত করে দেখতে হবে প্রশাসনকে।

তৃণমূলের বাগদা অঞ্চল সভাপতি সনজিৎ সরদার বলেন, 'অসিত দাস

ধৃত অসিত দাস

ধৃত সুমন কুমার ঘোষ

প্রাক্তন সিপিএম মেম্বার, বর্তমানে বিজেপির সঙ্গে যুক্ত ছিল শুনেছি। রোগী কল্যাণ সমিতির অস্থায়ী কর্মী সে। হাসপাতাল ব্যবহার করে বাংলাদেশী সহ একাধিক বেআইনি ব্যক্তিকে আধার ভোটার জন্ম শংসাপত্র তৈরি করে চড়া দামে বিক্রি করত অসিত বলে আমরা জানতে পেরেছি। হাসপাতালে বসেই এই চক্র চালাতো সে। আমরা চাই তার সঙ্গে যারা যারা যুক্ত আছেন প্রত্যেককে গ্রেফতার করা হোক।

পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতদের নাম অসিত দাস এবং সুমন কুমার ঘোষ। তাদের বাড়ি বাগদার বারানসিপুর এবং উত্তর কুলবেড়িয়া এলাকায়। বাগদা বাজার এলাকায় দুজনের দুটি অনলাইন শপ আছে। সেখানে বসেই তারা কারবার চালাত। মোটা টাকার বিনিময়ে তারা ভারতীয় ভুয়ো পরিচয় পত্র সহ একাধিক প্রমাণ পত্র বিক্রি করত।

বিধায়কের বৃদ্ধা মায়ের হার ছিনতাই। নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন

সংবাদদাতা ঃ ভরদুপুরে জনবহুল রাস্তা থেকে বিধায়কের বৃদ্ধ মায়ের গলার হার ছিনতাইয়ের ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে বনগাঁয়। মঙ্গলবার দুপুরে ঘটনাটি ঘটেছে বনগাঁ থানার বাটামোড় এলাকায় যশোর রোডে। বৃদ্ধা অহুল্যা কীর্তনীয়া বনগাঁ থানার দ্বারস্থ দারস্ত হয়েছেন। অহুল্যা কীর্তনীয়া বনগাঁ উত্তর কেন্দ্রের বিধায়ক অশোক কীর্তনীয়ার মা। বছর ৭৫ এর বৃদ্ধা তার সোনার হার খুইয়ে কান্নায় ভেঙে পড়েছেন। পরিবারের সদস্যরা জানিয়েছেন, বনগাঁ উত্তর কেন্দ্রের বিধায়ক কল্যাণীতে চিকিৎসা করাতে গিয়েছেন। এদিন দুপুরে বৃদ্ধা একা একা বাটামোড় এলাকায় ওষুধ কিনতে এসেছিলেন। সে সময় ২ যুবক বাইকে করে আসে। বৃদ্ধার সঙ্গে কথার ছলে তার গলা থেকে সোনার গহনা খুলে একটি বোতলের মধ্যে ঢুকিয়ে দেয়। বৃদ্ধা জানিয়েছেন, 'আমি ফেরত দিতে বলি, চেঁচামেচি করি, সঙ্গে সঙ্গে তারা পালিয়ে যায়।' এরপরে তিনি বনগাঁ থানার দ্বারস্থ হন।

সেবার সাহিত্য সভায় গুণীজন সংবর্ধনা

সংবাদদাতা ঃ গত ৩০ নভেম্বর সংস্থার অন্যতম সেবিকা দুলালী দাসের গাওয়া

সংগীতের মধ্য দিয়ে শুরু হয় গোবরডাঙ্গা সেবা ফার্মার্স সমিতি আয়োজিত ৬০তম মাসিক সাহিত্য সভা। শুরুতেই জন্ম মাসে বিশিষ্ট বিজ্ঞানী আচার্য জগদীশ চন্দ্র বসু ও কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের প্রতিকৃতিতে ফুল-মালা অর্পন করে শ্রদ্ধা জানান প্রবীন নাট্য ব্যক্তিত্ব প্রদীপ কুমার সাহা ও কল্পনা ঘোষ দস্তিদার। সেবা সমিতির সম্পাদক গোবিন্দ লাল মজুমদার স্বাগত ভাষণে উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়ে সমিতির বিভিন্ন কর্মসূচী তুলে ধরেন।

শিশু শিল্পী আহেলা সরকারের ও পলাশ মণ্ডলের কবিতা আবৃত্তি, অজন্তা আঢ্যর গাওয়া রবীন্দ্র সংগীত এবং অরূপ ঘোষের কণ্ঠে শ্যামা সংগীত ও কেয়া দত্তের গান সকলকে মুগ্ধ করে। এছাড়া প্রবীন সাহিত্যিক সবীর বরণ দত্তের কল্পকথা, রীমা বসুর সাহিত্য পাঠ, শিক্ষক ও কবি বিধান চন্দ্র মণ্ডলের সেবা ফার্মার্স সমিতির নানা সেবামূলক কাজকর্ম নিয়ে লেখা স্বরচিত কবিতা, শিশু শিল্পী দিশা ও পিয়ালী পরিবেশিত কবি বিপুল বিশ্বাসের লেখা কবিতা আলেখ্য সমবেত কবি সাহিত্যিকগণের উচ্চসিত প্রশংসালাভ করে।

এদিনের সাহিত্য সভা কবি ও শিক্ষিকা কাকলি রায় এবং নাট্য পরিচালক ও অভিনেতা জীবন অধিকারীকে সমিতির পক্ষ থেকে পুষ্পস্তবক, উত্তরীয়, মানপত্র, স্মারকসহ নানা উপহারে সংবর্ধনা করা হয়।

বনগাঁয় অনুষ্ঠিত জাতীয় লোক আদালত

নীরেশ ভৌমিক ঃ সারা দেশের সাথে গত ১৪ ডিসেম্বর বনগাঁ মহাকুমা আদালতেও লোক আদালত বসে। বনগাঁ মহকুমা

আইনী পরিষেবা কমিটির সম্পাদক অনিরুদ্ধ চক্রবর্তী জানান, এদিন ৬টি বেঞ্চে মোট ৯৭১টি মামলার নিস্পত্তি হয়েছে। মোটর ভিহিকেলস্, বিদ্যুৎ ও টেলিফোন দপ্তর এবং ব্যাঙ্কের অনাদায়ি ঋণ ইত্যাদি মামলার ফয়সলা থেকে ৪৫ লক্ষ টাকার মতো আদায় হয়েছে বলে মহকুমা আইনী পরিষেবা কমিটির সম্পাদক অনিরুদ্ধ বাবু জানান। মহাকুমা আদালতের অ্যাডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট জজ ও মহাকুমা আইনি পরিষেবা কমিটির চেয়ারম্যান কল্লোল কুমার দাস এদিন বিভিন্ন বেঞ্চ ঘুরে ঘুরে বিচার প্রক্রিয়া পরিদর্শন করেন। আদালতের বিচারপতিগণ ছাড়াও কয়েকজন আইনজীবি, শিক্ষক, সাংবাদিক ও সমাজকর্মীগণ এদিনের লোক আদালতে সহযোগী বিচারকের আসন অলংকৃত করেন।

ঋতু মেঘা হোটেল এবং রেস্টুরেন্ট
আবাসিক ।। শীততাপ (AC) নিয়ন্ত্রিত।
এখানে চাইনিজ ফুড সহ বিভিন্ন খাবারের ব্যবস্থা রয়েছে।
২৪ ঘন্টাই খোলা

চাঁদপাড়া দেবীপুরস্থিত যশোর রোড সংলগ্ন কৃষি মান্ডির পাশে।
চাঁদপাড়া, গাইঘাটা, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।
Shifting Time সকাল ১০টা থেকে পরের দিন সকাল ১০টা।
যোগাযোগ: 9332224120, 6295316907, 8158065679

Behag Overseas
Complete Logistic Solution
(MOVERS WHO CARE)
MSME Code UAM No.WB10E0038805
ROAD - RAIL - BARGE - SEA - AIR
CUSTOMS CLEARANCE IN INDIA
Head Office : 48, Ezra Street, Giria Trade Centre,
5th Floor, Room No : 505, Kolkata - 700001
Phone No. : 033-40648534
9330971307 / 8348782190
Email : info@behagoverseas.com
petrapole@behagoverseas.com
BRANCHES : KOLKATA, HALDIA, PETRAPOLE, GOJADANGA, RANAGHAT RS., CHANGRABANDHA, JAIGAON, CHAMURCHI, LUKSAN, HALDIBARI RS, HILI, FULBARI

স্থানীয় নির্ভিক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র
সার্বভৌম সমাচার
বর্ষ ০৮ ❐ সংখ্যা ৪০ ❐ ১৯ ডিসেম্বর, ২০২৪ ❐ বৃহস্পতিবার

মশা চিনুন; সর্তক হোন

রাজ্য জুড়ে ডেঙ্গির দাপট। ইতিমধ্যেই কয়েক হাজার মানুষ ডেঙ্গি জ্বরে আক্রান্ত হয়েছেন। মৃত্যুর হারও বেড়ে চলেছে। কিন্তু সতর্ক হবেন কীভাবে! কীভাবে চিনবেন ডেঙ্গি মশা। প্রায় সবারই জানা, এডিস ইজিপ্টি নামে এক বিশেষ প্রজাতির মশা এই রোগের বাহক। জেনে নিন, কেমন দেখতে হয় এই মশা। এডিস ইজিপ্টি মশা, অর্থাৎ ডেঙ্গির মশা গাঢ় কালো রঙের হয়। পায়ে থাকে সাদা সাদা দাগ। সাধারণ মশার থেকে আকারে ছোট হয় এডিস ইজিপ্টি। দৈর্ঘ্য মাত্র ৪ থেকে ৭ মিলিমিটার। স্ত্রী মশারা পুরুষদের তুলনায় লম্বা হয়। এরা খুব বেশি উড়তে পারে না। ডেঙ্গির মশা বেশিরভাগই দিনের বেলায় কামড়ায়। দিনের বেলায় এই মশা সবথেকে বেশি সক্রিয় থাকে। সূর্য ওঠার দু'ঘণ্টা পর থেকেই দাপট বাড়ায় ডেঙ্গির মশা। ডেঙ্গির মশার বিপদ দিনেই বেশি বলে জানিয়েছে বিশেষজ্ঞ মহলও। সূর্যাস্তের এক ঘণ্টা আগে থেকেই ক্ষমতা কমে এই মশার। তাই দুপুরে সবচেয়ে বেশি ডেঙ্গির মশার উপদ্রব।

হরি বৈষ্ণব দাস ঠাকুরের মন্দির স্থাপন

সংবাদদাতা ঃ ঠাকুরনগরের গাঁতি গ্রামের ঠাকুর বাড়িতে গত ১১ ডিসেম্বর মহাসমারোহে উদ্বোধন হল শ্রী শ্রী হরি

বৈষ্ণব দাস ঠাকুর স্মৃতি মন্দিরের। ঠাকুরবাড়ি অঙ্গনে নবনির্মিত মন্দিরের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মতুয়া মাতা ছবি রানী ঠাকুর ও মতুয়া গুরু শ্রী শ্রী হরিচাঁদ ঠাকুরের পঞ্চম পুরুষ কৃষ্ণপদ ঠাকুর সহ আগত মতুয়া ভক্তগণ। অন্যতম মতুয়া সন্তান বিপ্লব ঠাকুর জানান, ঠাকুর পরিবারের অন্যতম সন্তান ঠাকুর শ্রী শ্রী হরি বৈষ্ণব দাসের এই মন্দির সারা ভারতে সম্ভবতঃ প্রথম মন্দির। অন্যতম ভক্ত ও কবি রাজু সরকার জানান, মতুয়া ভক্তজনের স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিতিতে এদিনের বৈষ্ণব দাস ঠাকুরের স্মৃতি মন্দিরের উদ্বোধন অনুষ্ঠান বেশ জাঁকজমক পূর্ণ হয়ে ওঠে।

সাড়ম্বর শুরু হল নক্সার ১২ তম জাতীয় নাট্যোৎসব

নীরেশ ভৌমিক ঃ গত ১৯ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় মঙ্গলদীপ প্রজ্জ্বলন করে নাটকের শহর গোবরডাঙ্গার অন্যতম ঐতিহ্যবাহী নাট্যদল নকসা আয়োজিত ১২তম বর্ষের জাতীয় নাট্যোৎসবের (রঙ্গযাত্রা) আনুষ্ঠানিক ভাবে উদ্বোধন করেন পদ্মশ্রী পুরস্কার প্রাপ্ত স্বনামধন্য মূকাভিনেতা নিরঞ্জন গোস্বামী। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অন্যান্য বিশিষ্টজনদের মধ্যে ছিলেন বিশিষ্ট নাট্য নির্দেশক কল্লোল ভট্টাচার্য,

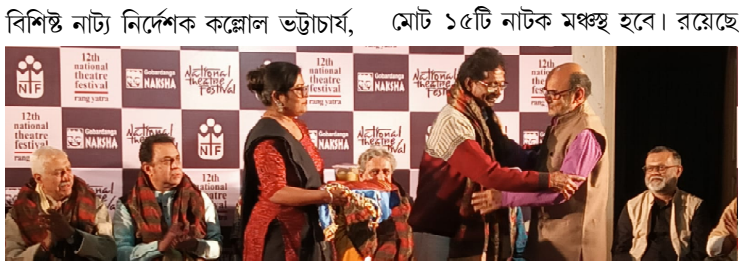

স্বনামধন্য নাট্য ব্যক্তিত্ব প্রবীর গুহ, অবতার সিংহ, বিপীন কুমার, পিয়াল ভট্টাচার্য্য, অমিত ব্যানার্জী, তরুণ প্রধান, সুদীপ্ত গুপ্ত, দীপঙ্কর সেন প্রমুখ। নকসার কর্ণধার বিশিষ্ট নাট্যপরিচালক আশিষ দাস উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানান। সংস্থার সদস্যগণ সকল বিশিষ্টজনদের পুষ্পস্তবক, শীতবস্ত্র ও স্মারক উপহারে বরণ করেন। বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ সকলে তাঁদের বক্তব্যে নিয়মিত নাট্যচর্চা ও নাটকের প্রসারে নকসা নাট্যসংস্থার অসামান্য ভূমিকার কথা তুলে ধরেন।

উদ্বোধন অনুষ্ঠান শেষে নকসা পরিচালিত গোবরডাঙ্গা সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের বিচিত্রা'য় নকসা প্রযোজিত আশিস, দাস নির্দেশিত নতুন নাটক 'কবীরা খাড়া বাজার মে' পরিবেশিত হয়।

আয়োজিত সংস্থা নক্সার প্রাণপুরুষ আশিস দাস জানান, এবারের নাট্যোৎসবে মোট ১৫টি নাটক মঞ্চস্থ হবে। রয়েছে সংস্থা নাটক আশ্চর্য মানুষ, মুম্বাই এর একাডেমী অফ থিয়েটার আর্টস এর নাটক 'দি মাঙ্কিস-প' এবং মুম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় পরিবেশিত নাটক ম্যাক-বেথ। এছাড়াও রয়েছে নাট্য সেমিনার, মূকাভিনয়, পুতুল নাটক ক্লাউন থিয়েটার ইত্যাদি। নকসা আয়োজিত ১২ তম বর্ষের নাট্যোৎসবকে ঘিরে এলেকার নাট্য ও সংস্কৃতি প্রেমী মানুষজনের মধ্যে বেশ উৎসাহ- উদ্দীপনা চোখে পড়ে।

তৃষ্ণার্ত ভীষ্ম তৃতীয় পাতার পর

রচনা ও নির্দেশনা বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য। নাটকটি উপস্থিত দর্শকদের মন জয় করে নেয়। মঞ্চে দাপিয়ে অভিনয় করলেন পরিচালক বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য, অনিক রায়, রিক ব্যানার্জি, ঋতুপর্ণা মুখার্জি, গৌতম চক্রবর্তী, বিশ্ববন্ধু চৌধুরী, এই নাটকের আলোক পরিকল্পনা ও প্রক্ষেপণ করেছেন গৌতম সরকার ও সুদীপ্ত সরকার। আবহ নির্মাণ ও প্রক্ষেপণ ঋতুপর্ণা মুখার্জি, অর্পিতা পাল। উদ্যোক্তাগণ এবং দর্শকবৃন্দ বলেন, এমন নাটকই হওয়া প্রয়োজন, যা মানুষকে আনন্দ দেবে এবং সচেতন করে তুলবে।

ভ্রমণ ঃ

সূর্যোদয় ভূমি অরুণাচল

অজয় মজুমদার

ভালুকপং অসমের সীমায় অরুণাচল প্রদেশের আঁকা পর্বতমালার পাদদেশে অবস্থিত। জিয়াভরলি নদী ও কাছের পর্বতমালার দৃশ্য অতি মনোরম। ভালুকপং পর্যটক শিল্পে একটি উল্লেখযোগ্য নাম। পর্যটনের আকর্ষণ গুলির মধ্যে পাখুই গেম অভয়ারণ্য এবং টিপি আর্কিদারিউর্ম, সেখানে ৪০-টি বিভিন্ন প্রজাতির ২৬০০-টির ও বেশি অর্কিড রয়েছে। এখানে একটি ধ্বংসাবশেষ দুর্গ রয়েছে। যা দশম শতাব্দীতে নির্মিত হয়েছিল।

রাজা ভালুকার স্থানটি প্রত্নতাত্ত্বিক ধ্বংসাবশেষের জন্য বিখ্যাত। যিনি মহাভারতখ্যাত রাজা বানার পিতামহ এই অঞ্চলের একজন প্রাচীন শাসক ছিলেন। বেশিরভাগ মানুষ ভালুকপং-এ একরাত থেকে দিরাং এর উদ্দেশ্যে রওনা হন। ভালুকপং- কে সেভাবে দর্শনের সুব্যবস্থা নেই। সেখানে জিয়াভরালি নদীতে পাহাড়ি মাছ ধরার (নিয়ন্ত্রিত) সুবিধা থাকা ও কাছে নামেরি রাষ্ট্রীয় উদ্যান অবস্থিত হওয়ার জন্য এর আকর্ষণ আরো বেড়েছে। ভালুকপং বান রাজার নাতি ভালুক এক সময়ের রাজধানী ছিল। ভালুকপং-অরুণাচল প্রদেশের পশ্চিম কামেং জেলার অন্তর্ভুক্ত ও এর নিকটবর্তী শহর হল তেজপুর।

এবার আমার মেয়ে মুনিয়া "চলো যাই" টিমের সঙ্গে আমার আর ওর মায়ের অরুণাচল প্রদেশ ভ্রমণের ব্যবস্থা করে দেয়। গৌহাটি হোটেলে গিয়ে পরিচয় হয়--সত্যজয় মুখার্জি এবং তার স্ত্রী মানসির সঙ্গে? ওদের সঙ্গে অশোকদা, উত্তরাবৌদি এবং

আমার ও দেবযানীর এত ঘনিষ্ঠতা হয়ে গেল, যেন আমরা এক পরিবারের মানুষ। সত্যজয়বাবু বয়সে আমার থেকে ছোট। তাই ওকে ছোট ভাই নামে ডেকে পারিবারিক হলাম। আমি মেজভাই এবং অশোকদা বড়ভাই। বড় ভাই উদসীন এবং ভাল মানুষ'। ২২ শে অক্টোবর ২০২৪ ব্রেকফাস্ট শেষ করে সকাল সাড়ে আটটায় আমরা দিরাং -এর উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। লোয়ার ভালুকপং থেকে দিরাং-এর দূরত্ব ১৬০ কিমি। প্রায় ৬ ঘন্টা সময় লাগে। ১৯০মিটার উচ্চতায় ভারালি নদীর তীরে টিপ্পি দর্শন করলাম। ৭৫০০ টিরও বেশী আর্কিড একটি আর্কিডারিয়াম। অরুণাচল রাজ্যে অর্কিডের সবচেয়ে বড় পরিসর রয়েছে ? আরও কিছুটা দূরে জলপ্রপাত পার হওয়ার সাথে সাথে কিছু দর্শনীয় দৃশ্য পাওয়া যাবে। আরও যে সব স্থানের উপর দিয়ে আমরা এলাম তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ক্যামেন রিভার ওসোসা ফলস, নেচিফলস, সোসা, নেচুফু টানেল। এইসব অঞ্চল খুবই ধসপ্রবণ। পরিত্রাণের জন্য কাজ হচ্ছে। জামিরি পয়েন্ট, এপি- ভেজা টেঙ্গাভ্যালি, আর্মি ক্যাম্পাস, ট্যাংগা বাজার, নারায়ণ পেট্রোল পাম্প। ছিল বোম ডিলা মনষ্টি, গোরিচেন পিক। বেলা আড়াইটা নাগাদ আমরা দিরাং পৌছালাম। আমাদের থাকতে দেওয়া হয়েছিল মেন্ডেলা হোটেলে। চলবে...

উপন্যাস

বেঙ্গালুরু উবাচ ১

পীযূষ হালদার

গত সপ্তাহের পর...

আমি জানলা দিয়ে উঁকি দিয়ে দেখলাম। সারবদ্ধ ভাবে প্রায় ১৫- ২০ টা গরু। সবকটার গলায় ঘন্টা বাঁধা। কারও ঘন্টা কাঠের তৈরি, কারোরটা পিতলের। ছোট-বড় সবরকম ঘন্টাই আছে। দিদিকে জিজ্ঞাসা করলাম- ঘন্টা বাধা কেন?"

"তাও বুঝতে পারছিস না। ঘন্টার কাজ কী। ঘন্টা আওয়াজ দেয়, সকলকে সজাগ করে। গরু গুলো মাঠে ছাড়া থাকে। ছাড়া গরুগুলো চরে বেড়ায়, রাখাল কোনও গাছতলায় বসে থাকে। কখনও কখনও আবার ঘুমিয়ে পড়ে। ফেরার সময় গরু গুলো গুনতিতে না পেলে রাখাল 'আয়' 'আয়' বলে ডাক দেয়। সে সময় গরুগুলো হাঁটা আরম্ভ করলে তার গলার ঘণ্টা দুলে দুলে বাঁজতে থাকে। সেটা ফিরে আসলে একসাথে বাড়ি ফেরে। নে, এবার উঠেপড়। দাঁত মাজ। অল্প করে মুড়ি খেয়ে নে। আজকেই যদি তোকে স্কুলে নিয়ে যায়, তাহলে আবার একটু পরে কিছু খাবি। চিড়ে। অসুবিধা হবে নাতো? হোস্টেলে সকালবেলা কি খেতিস?"

আমি জানলা থেকে নজর ঘুরিয়ে বললাম, "এই দিদি, আমি আগেই বলেছি না ! তাহলে আবার জিজ্ঞাসা করছিস কেন!"

"আমার শুনতে খুব ভালো লাগে সেই কারণেই জিজ্ঞাসা করলাম। আর একবার বল কী খেতিস!"

"কী আর বলব! জানিসই তো স্কুলের দিনগুলোতে, মাখন দিয়ে দু পিস পাউরুটি খেতাম। মোটা মোটা করে কাটা পাউরুটি। মাখন কম থাকলেও চিনি ছড়িয়ে দিতো, খেতে অসুবিধা হতো না। আর রবিবার দিন লুচি আলুর তরকারি না হলে ঘুগনি।"

দিদি হেসে বলল, "ওসব কিন্তু এখানে হবে না। সকালবেলা এই সময়ে মুড়ি বা চিড়ে খেয়েই স্কুলে যেতে হবে। গরমকাল আসলে মাঝেমধ্যে পান্তা ভাতও খাওয়া যাবে। আমিও কাকার বাড়ি থেকে যখন কলকাতায় পড়তাম, সকালে চা-বিস্কুট খেয়েই থাকতাম। পরে রমার স্কুল আমার কলেজ কাকার অফিস যাওয়ার সময় সকলে গরম ভাত খেয়ে যেতাম। আর কাকিমা দু'পিস করে পাউরুটি মাখন দিয়ে দিতো টিফিন বাক্সে। ওটাই দুপুরের খাবার।"

আমি একটু রাগ দেখিয়ে দিদিকে বললাম, "আমি কী তোর কাছে ঐ রকম খাবার খেতে চেয়েছি! সকলে যা খাবি, আমিও তাই খাব। আজকে স্কুলে যেতে হবে কিনা তাই বল?"

"আমিতো তা ঠিক জানিনা। তোর জামাইবাবু সাইকেল নিয়ে মাঠে গেছে। দুটো মজুর লাগিয়েছে বেগুন ক্ষেতটা একটা পরিষ্কার করবে তাই। তোর জামাইবাবু ফিরলে বুঝতে পারব।"

এমন সময় বাইরের বারান্দা থেকে একটা আওয়াজ আসল, "মাস্টারমশাই বাড়ি আছেন?"

দিদির কাছে জিজ্ঞাসা করলাম, "কে জামাইবাবুর খোঁজ করছে রে?"

"ও হচ্ছে গনি চাচা। তোর জামাইবাবুর সাথে কি দরকার আছে তাই খোঁজ করছে। ওঠ ওঠ, আমি ওনাকে বসতে বলে আসি।"

বিছানা থেকে উঠে আমি দাঁত মাজলাম। ঝুনু তখনও পাশের ঘরটায় ঘুমাচ্ছে। দিদি এক ফাঁকে বলে দিয়েছে, " ঝুনুকে এখন তুলবি না। উঠলে আমি আর কাজ করতে পারব না।" আমি ওর কাছে না গিয়ে আস্তে আস্তে বারান্দার দরজাটা খুললাম। দেখি, সেই গনি চাচা বসে আছে। সরু লম্বা শুকনো একটা মরা গাছ। ফুঁটি ফাটা কালো তার শরীর। উদাস ভাবে বাইরের দিকে তাকিয়ে আছে। বারান্দায় একটা বেঞ্চ থাকে। বেঞ্চে সে বসেনি। বারান্দায় উঠে চালের খুঁটিতে হেলান দিয়ে উবুহাটু বসে আছে। একটা ময়লা সবুজ রঙের চেক লুঙ্গি পরা। গায়ে শত ছিদ্র গেঞ্জির উপর পাতলা নেতানো একটা চাদর। অনেকদিন বোধহয় কাঁচা হয়নি। উদাস ভাবে ঘরের দিকে তাকিয়ে আছে। জামাইবাবু মাঠে গিয়েছে শুনেছে নিশ্চয়ই। তবু কেন ঘরের দিকে তাকিয়ে আছে বলতে পারলাম না। যাক গে।

চলবে...

গাইঘাটায় ভূমি রাজস্ব দফতরে ডেপুটেশন কংগ্রেস নেতৃত্বের

নীরেশ ভৌমিক ঃ রাজ্যের বিভিন্ন ভূমি রাজস্ব দফতরে অনিয়মের প্রতিবাদে ডেপুটেশান দিল গাইঘাটার নেতৃত্ব। বনগাঁ দক্ষিণ ব্লক-১ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি অ্যাডভোকেট পার্থপ্রতিম রায় ও জেলা কংগ্রেস কমিটির (গ্রামীন) সম্পাদক মনোতোষ সাহার নেতৃত্বে দলের এক প্রতিনিধিদল গত ১১ ডিসেম্বর গাইঘাটার ভূমি ও ভূমিরাজস্ব আধিকারিকের নিকট স্মারক লিপি পেশ করেন।

স্মারকলিপিতে উল্লেখযোগ্য দাবীগুলির মধ্যে ছিল বেআইনীভাবে যত্রতত্র পুকুর ও জলাভূমি ভরাট বন্ধ করতে হবে। মাটি মাফিয়াদের দৌরাত্ম্য বন্ধ করতে হবে। অবৈধভাবে ভাবে জমি রেকর্ড করা বন্ধ করতে হবে। বেআইনীভাবে জমির শ্রেনীবদল করা চলবে না। জমি ভরাট করে জল নিকাশি ব্যবস্থা বন্ধ হওয়া রুখতে হবে। বিভিন্ন কাজে অফিসে আসা সাধারণ মানুষজনের হয়রানি বন্ধ করতে হবে।

ব্লক সভাপতি পার্থপ্রতিম রায় জানান, আমরা ব্লকের ভূমি রাজস্ব আধিকারিককে উপরোক্ত দাবিগুলি বিবেচনা করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করার আবেদন জানিয়েছি। প্রবীণ কংগ্রেস নেতৃত্ব মনোতোষ সাহা জানান, প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকারের নির্দেশে সারা রাজ্যের সাথে আমরাও ভূমি রাজস্ব দফতরে আসা সাধারণ মানুষজনের সমস্যা দূর করতে প্রতিবাদ আন্দোলনে নেমেছি।

বাসভূমি সেরা লিটল ম্যাগাজিন পুরস্কার

চতুর্থ পাতার পর...

ধ্রুপদী মূর্ছনার এক অভাবনীয় পরিবেশনায় দর্শকমন্ডলীকে বিমোহিত করে তোলেন। এরপরেই আসে লোকসংগীত এর একটি সম্পূর্ণ অন্য ধরনের উপস্থাপনা যেখানে বাংলার লোকসংগীতকে আধুনিক বাদ্যযন্ত্রের মাধ্যমে অত্যন্ত আকর্ষণীয়ভাবে উপস্থাপিত করেন তরুণ লোকসংগীত গায়ক দেবাশিস দেবনাথ; তাঁকে যোগ্য সংগত করেন সুমন্ত্র সারথী রায়, অমোঘ চৌধুরী ও তাপস কর্মকার।

এই উৎসব মঞ্চে বাসভূমি ৪৫বর্ষ সংখ্যা প্রকাশিত হয়; এছাড়াও অরূপ চন্দ্র লিখিত মুর্শিদাবাদের "নারী", "ব্রহ্মপুর থেকে বহরমপুর শহরের ইতিকথা" এবং "দ্য থিওরি অফ আর্ট" নামে আরো তিনটি বই প্রকাশিত হয়। বইগুলি প্রকাশ করেন অধ্যাপক মানবেন্দ্রনাথ সাহা, কবি ও আবৃত্তিকার সাবিনা সৈয়দ, কবি তাপস সরখেল, কবি আব্দুস সালাম, সমাজকর্মী ও শিক্ষিকা কাবেরী বিশ্বাস, শিক্ষক ও প্রাবন্ধিক কিশোর কুমার দাস, অধ্যাপক দুলাল কুমার বসু, কবি শম্ভু ভট্টাচার্য, মুর্শিদাবাদ জেলার অত্যন্ত জনপ্রিয় শিল্পী পঞ্চানন চক্রবর্তী, শিল্পী চন্দন দাস ও শিল্পী মিজানুর খান।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বর্ষীয়ান প্রাবন্ধিক ও গবেষক দুলাল কুমার বসু, প্রধান অতিথি ছিলেন অধ্যাপক, সিনেমা বিষয়ে গবেষক সাহিত্যিক মানবেন্দ্রনাথ সাহা। তারা তাদের বক্তব্যে বাসভূমি পুরস্কারের গুরুত্ব এবং বাসভূমি পত্রিকার এই নিরন্তর প্রচেষ্টার প্রশংসা করেন।

মুর্শিদাবাদ জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এমনকি বীরভূম ও নদিয়া থেকেও বিভিন্ন মানুষ এসেছিলেন আজকের এই সভায়। কবি মনিরুদ্দিন খান, ইতিহাস গবেষক রমাপ্রসাদ ভাস্কর, কবি সন্দীপ বিশ্বাস, সমাজ ও ইতিহাস গবেষক খাজিম আহমেদ, কবি ও সম্পাদক সমীর ঘোষ, কবি ও প্রাবন্ধিক কৌশিক বড়াল, অধ্যাপক ও প্রাবন্ধিক আবুল হাসনত, ছোট গল্পকার কুনাল কান্তি দে, লোকসংস্কৃতি গবেষক সুশান্ত বিশ্বাস, কবি আনন্দ মার্জিত, শিক্ষিকা ও লেখিকা ওফিলিয়া চন্দ্র দত্ত, কবি ও সম্পাদক গোলাম কাদের, আবৃত্তিকার শ্রীমন্ত ভদ্র, কবি বিপ্লব ভট্টাচার্য, কবি প্রভাত কুমার মন্ডল, কবি কালিপদ হাজরা, কবি গোপাল বসাক, কবি হৈমন্তী বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ।

৭৪ বছর বয়সেও এই সাড়ে তিন ঘন্টার অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন বাসভূমি সম্পাদক অরূপ চন্দ্র নিজেই।

বর্ণচোরার সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ও অনুষ্ঠান

সঞ্জিত সাহা ঃ হাবড়া হাটথুবার অন্যতম সাংস্কৃতিক সংগঠন বর্ণচোরা গত ১৭ ডিসেম্বর এক সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ও অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। এদিন মধ্যাহ্নে আয়োজিত অনুষ্ঠান ও প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন বিশিষ্ট শিক্ষক ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব সুভাষ

চক্রবর্তী। ছিলেন বিশিষ্ট শিক্ষিকা ও নাট্যাভিনেত্রী সোমা চক্রবর্তী, সাংবাদিক মলয় দাস, সংগঠনের প্রধান উপদেষ্টা স্থানীয় কাউন্সিলর সঞ্জয় দাস ও প্রবীণ শিক্ষক ও সাংবাদিক নীরেশ চন্দ্র ভৌমিক প্রমুখ।

বর্ণচোরার প্রাণপুরুষ বিশিষ্ট মঞ্চাভিনেতা সুবীর নারায়ন দাস উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানান। সদস্যরা বিশিষ্টজনদের উত্তরীয় ও স্মারক উপহারে বরণ করে নেন। বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ তাঁদের বক্তব্যে সুস্থ সংস্কৃতির প্রসার এবং সেই সঙ্গে আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম এলেকার বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছোট-ছোট পড়ুয়াগণকে সংস্কৃতিমুখী করে তুলতে এবং তাদের অন্তর্নিহিত সুপ্ত গুনাবলীর বিকাশ সাধনে বর্ণচোরা সাংস্কৃতিক সংস্থার এই মহতী উদ্যোগকে সাধুবাদ জানান।

উপস্থিত বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা অংকন ও আবৃত্তি প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়। শিশুশিল্পী সাম্ভবী প্রামানিকের কণ্ঠে রবিঠাকুরের পুতুলভাঙ্গা কবিতা আবৃত্তির মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠান ও প্রতিযোগিতার সূচনা হয়। আবৃত্তি করেন শিক্ষিকা ও প্রখ্যাত বাচিক শিল্পী মুন্না দাস, শিক্ষার্থী ধ্রুব, বিদিশা, অস্মিতা, কার্তিকা প্রমুখ। সমগ্র অনুষ্ঠানকে সার্থক করে তুলতে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন শিক্ষিকা ইলা দাস পোদ্দার।

প্রতিযোগিতা শেষে সেরা প্রতিযোগীগণের হাতে আকর্ষণীয় পুরস্কার ও শংসাপত্র তুলে দিয়ে শুভেচ্ছা জানান উপস্থিত বিশিষ্টজন। প্রতিযোগিতায় সর্বাধিক পুরস্কার প্রাপ্ত পড়ুয়াগণের স্কুল পায়রাগাছি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীগণের হাতে চ্যাম্পিয়ন ট্রপি তুলে দিয়ে অভিনন্দন জানান সংস্থার কর্ণধার সুবীর বাবু। সংস্থার অন্যতম সদস্য ও বিশিষ্ট সংগীত শিল্পী আব্দিক দাসের সুচারু পরিচালনায় বর্ণচোরা আয়োজিত এদিনের অনুষ্ঠান বেশ প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে।

মনোজিৎ স্যারের জীবনাবসান

নীরেশ ভৌমিক ঃ চাঁদপাড়ার ঢাকুরিয়া হাইস্কুলের প্রথিতযশা বিজ্ঞান শিক্ষক মনোজিৎ হালদার গত ১১ ডিসেম্বর রাতে বনগাঁর শক্তিগড়ের নিজস্ব বাসভবনেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে বয়স হয়েছিল ৮০ বৎসর। বিগত বেশ কয়েকমাস যাবৎ তিনি শারীরিক ও মানসিক ভাবে অসুস্থ ছিলেন। পরদিন শিক্ষকের প্রয়াণ সংবাদ ছড়িয়ে পড়তেই বনগাঁ সহ বৃহত্তর চাঁদপাড়া এলাকায় তাঁর অগনিত ছাত্রসহ গুনমুগ্ধদের মধ্যে শোকের ছায়া নেমে আসে। মনোজিৎ স্যার রসায়নের শিক্ষক হলেও বাংলা, অংক, ইংরেজি এমনকি সংস্কৃত বিষয়েও তাঁর পান্ডিত্য ছিল যথেষ্ট।

বিদ্যালয়ের শিক্ষক মনোজিৎবাবুর সহকর্মী দীপক মিত্র জানান, প্রয়াত মনোজিৎ স্যার বিদ্যালয়ের স্টাফ রুমকে প্রাণবন্ত করে রাখতেন। প্রতিটি ছাত্রই ছিল তাঁর কাছে সন্তানসম। বিদ্যালয়ের যে কোনো শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীগণের যে কোন সমস্যা সমাধানে তিনি পাশে দাঁড়াতেন, এমনই একজন শিক্ষকের প্রয়াণ সংবাদ বড়ই বেদনার। বিদ্যালয়ের বর্ষিয়ান শিক্ষক কালিপদ সরকার জানান, গত সপ্তাহে বিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত ইতিহাস শিক্ষক ভবরঞ্জন হালদার প্রয়াত হয়েছেন। বিদ্যালয় পরিচালক সমিতির সভাপতি কাজল ঘোষ জানালেন, বিদ্যালয়ের প্রয়াত দুই বিশিষ্ট শিক্ষকের স্মরণ সভা করা হবে।

দৃষ্টি
স্থাপিত ঃ ১৯৯০
দত্তপুকুর দৃষ্টি নাট্যসংস্থা
নিবাধুই মাল্লাপাড়া, দত্তপুকুর, উত্তর ২৪ পরগণা
পশ্চিমবঙ্গ, সূচক ঃ ৭৪৩২৪৮
নাট্যউৎসব
২০২৪
তারিখ ঃ ২৭,২৮,২৯ ডিসেম্বর
স্থান ঃ শিল্পশালা
নিবাধুই মাল্লাপাড়া, দত্তপুকুর
সময় ঃ প্রতিদিন বিকেল ৫ টা
১৫ ডিসেম্বর ২০২৪, ছবি আঁকার উৎসব
২৮ ডিসেম্বর ২০২৪, সকাল ১১ টা থেকে
বিদ্যালয় ভিত্তিক নাট্যোৎসব
আমন্ত্রিত বন্ধু নাট্যদল গুলি
● গোবরডাঙ্গা নাবিক নাট্যম
● হাবড়া নান্দনিক
● গোবরডাঙ্গা কথাপ্রসঙ্গ
● বসিরহাট কিংশুক
● দত্তপুকুর দৃষ্টি (নিজস্ব প্রযোজনা)

রবীন্দ্র নাট্য সংস্থার তৃষ্ণার্ত ভীষ্ম

সংবাদদাতা ঃ গত ৮ই ডিসেম্বর শেষ হয়ে গেল গোবরডাঙ্গা গবেষণা পরিষদ আয়োজিত তিনদিনের জীব ও বৈচিত্র মেলা। ৮ তারিখ সাংস্কৃতিক মঞ্চে অন্যান্য অনুষ্ঠানের মধ্যে বিশেষ আকর্ষণ ছিল রবীন্দ্র নাট্য সংস্থার নাট্য প্রযোজনা তৃষ্ণার্ত ভীষ্ম, মহাভারতের প্রেক্ষাপটে নির্মিত এই নাটক শর শয্যায় মৃত্যু পথযাত্রী ভীষ্ম জলপান না করে মরবে না, অর্জুন তীর বিদ্ধ করে মেদিনী ফুঁড়ে ভীষ্মকে জল পান করিয়েছিল। এই আখ্যানকে সামনে রেখে রবীন্দ্র নাট্য সংস্থার নির্মাণ, নাটক "তৃষ্ণার্ত ভীষ্ম"। বর্তমান সময়ে জল সংকট, জল সমস্যা, জলের স্তর নেমে যাওয়া, এটাই ছিল নাটকের মূল বিষয়। কিভাবে এই জল সচেতনতা বাড়ানো যায়, বৃষ্টির জলকে কিভাবে সংরক্ষণ ও ব্যবহার করা যায়, সেটাই ছিল নাটকের মূল কথা। দ্বিতীয় পাতায়...

বেতাই আম্বেদকর কলেজে কবি সম্মেলন ও আলোর দিশা পত্রিকার প্রকাশ অনুষ্ঠান

নীরেশ ভৌমিক ঃ নদীয়া জেলার বি.আর. আম্বেদকর কলেজে সম্প্রতি সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হল কবি সম্মেলন ও 'আলোর দিশা' পত্রিকার প্রকাশ অনুষ্ঠান। পত্রিকা সম্পাদিকা মিঠু মণ্ডলের আহ্বানে নদীয়া ছাড়াও পার্শ্ববর্তী জেলা থেকে বেশ

কয়েকজন কবি, সাহিত্যিক, লেখক ও প্রবন্ধকার উপস্থিত হন। পত্রিকা সম্পাদিকা মিঠু দেবী সমবেত সকলকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান। কবি সম্মেলন ও মতুয়া সাহিত্য চর্চার অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট ব্যক্তি ও বক্তাগণের মধ্যে ছিলেন, বিশিষ্ট সাহিত্যিক সমুদ্র বিশ্বাস, স্বনামধন্য আলোচক গৌতম ব্রহ্মা, ভবানী শংকর রায়, আনন্দ হালদার, সুকুমার হালদার, প্রদীপ মিস্ত্রি, রাজু সরকার, তাপস তরফদার, ভোলানাথ রায়, আজিজুল ইসলাম ও লোক কবি উত্তম সরকার, পরিমল গোসাই, ভীম গোসাই, জয়ন্ত মাঝি প্রমুখ। পত্রিকা প্রকাশ অনুষ্ঠানে সম্পাদিকা মিঠু মণ্ডল বলেন, 'আপনারা যাঁরা এই পত্রিকায় আপনাদের লেখা দিয়ে পত্রিকাটিকে সমৃদ্ধ করেছেন, সেই সমস্ত কাব্য ও সাহিত্যপ্রেমী মানুষজনকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।' পত্রিকা প্রকাশ অনুষ্ঠান শেষে 'মতুয়া সাহিত্য চর্চা— ২০২৪' অনুষ্ঠানে আলোচনায় অংশ নেন মতুয়া ভক্ত বিশিষ্ট গোঁসাইগণ। বিভিন্ন জেলা থেকে আগত শতাধিক কবি সাহিত্যিক এবং আলোচক ও মতুয়া গোঁসাইগণের স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিতি ও অংশগ্রহনে আলোর দিশা পত্রিকার প্রকাশ অনুষ্ঠান সাহিত্য প্রেমী সম্পাদিকা মিঠু মণ্ডলের সঞ্চালনায় সার্থক হয়ে ওঠে।

গোবরডাঙা মৃদঙ্গম
GOBARDANGA MRIDANGAM
মৃদঙ্গম উৎসব'২৪
(জাতীয় নাট্য উৎসব)
২৭ – ৩১ ডিসেম্বর ২০২৪
আর্থিক সহায়তা : ভারত সরকার সংস্কৃতি মন্ত্রক
Ministry of Culture
Government of India
গোবরডাঙা শিল্পায়ন স্টুডিও থিয়েটার

২৭ ডিসেম্বর শুক্রবার সন্ধ্যে ৫.৩০	উদ্বোধন ও সম্মাননা অনুষ্ঠান উদ্বোধক : ডঃ অমিত রোশন প্রধান অতিথি : শ্রী আশিস গিরি ও ডঃ হৈমন্তি চট্টোপাধ্যায় বিশেষ অতিথিরা থাকবেন : শ্রী তিলক সেনগুপ্ত, শ্রী কল্লোল ভট্টাচার্য, শ্রী আশিস চট্টোপাধ্যায়, শ্রী শংকর দত্ত, শ্রীমতী পিংকি ঘোষ, ও আরো বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্ব	নাটক হট্টমালার ওপারে নির্দেশনা ঃ তূষিত মৈত্র কৃষ্ণনগর রূপকথা পশ্চিমবঙ্গ	নাটক আবুহোসেন নির্দেশনা ঃ দেবব্রত দাস হাবড়া নান্দনিক পশ্চিমবঙ্গ
২৮ ডিসেম্বর শনিবার সন্ধ্যে ৫.৩০	নাটক আত্মপক্ষ নির্দেশনা : তাপস দত্ত আসানসোল কথাভাষ্য পশ্চিমবঙ্গ	নাটক অন্ধের নগরী চৌপট রাজা নির্দেশনা: আমন তাসেরা এরব্রী আর্ অর্গানাইজেসন রাজস্থান	মূকাভিনয় WE WANT JUSTICE নির্দেশনা : শাশ্বত বিশ্বাস পরশ সোসাল এ্যান্ড কালচারাল অর্গানাইজেসন, পশ্চিমবঙ্গ
২৯ ডিসেম্বর রবিবার সন্ধ্যে ৫.৩০	নাটক ঊর্ণভ নির্দেশনা : কিশলয় বসু এষণা, জয়নগর পশ্চিমবঙ্গ	নাটক ভেড়িয়া নির্দেশনা : সিকন্দর কুমার বাল রঙ্গমার্চ আর্ট এ্যান্ড কালচারাল বেগুসরাই, বিহার	নাটক তেঁতুল গাছ নির্দেশনা : শুভাশিস রায়চৌধুরী থাঁটুরা চিত্রপট পশ্চিমবঙ্গ
৩০ ডিসেম্বর সোমবার সন্ধ্যে ৫.০০	নাটক উত্তম পুরুষ নির্দেশনা : আশিস চট্টোপাধ্যায় গোবরডাঙা শিল্পায়ন পশ্চিমবঙ্গ	নৃত্য পরিচালনা : সৌমিতা দত্ত বণিক গোবরডাঙা মৃদঙ্গম পশ্চিমবঙ্গ	লোক সঙ্গীত পরিচালনা : রাজু সরকার গোবরডাঙা পরম্পরা পশ্চিমবঙ্গ
৩১ ডিসেম্বর মঙ্গলবার সন্ধ্যে ৫.০০	নাটক এই আমি নেই আমি নির্দেশনা : কনক মুখার্জি ফিনিক, কাঁচরাপাড়া পশ্চিমবঙ্গ	নাটক আইচু নির্দেশনা : ডঃ প্রাঞ্জল বুরাগোহাইন লিভিং থিয়েটার, বিদ্যা দ্যা লিভিং স্কুল ধেমাজি, আসাম	নাটক গন্ধজালে নির্দেশনা : বিকাশ বিশ্বাস কথাপ্রসঙ্গ পশ্চিমবঙ্গ

কোনো প্রবেশ মূল্য নেই / স্বেচ্ছা অনুদান গ্রহনীয়
9732481666/ 7908016462, gobardangamridangam@gmail.com

গাইঘাটার জলেশ্বরে স্বেচ্ছা রক্তদান শিবির

সংবাদদাতা ঃ গত ৮ ডিসেম্বর এক স্বেচ্ছা রক্তদান শিবিরের আয়োজন করেন গাইঘাটা জলেশ্বরের গ্রামবাসীগণ। গ্রামবাসী ও স্থানীয় দুর্গোৎসব কমিটির উদ্যোগে ও ব্যবস্থাপনায় এদিন

কলকাতার ওয়েস্ট বেঙ্গল ভলান্টারি ব্লাড ডোনার্স ফোরাম এর চিকিৎসক ও কর্মীগণ শীততাপ নিয়ন্ত্রিত বাসের মধ্যে স্বেচ্ছা রক্তদাতাদের রক্ত সংগ্রহ করেন। অন্যতম সংগঠক অমিত দাস জানান, এদিন ৬০জন ব্যক্তি স্বেচ্ছায় রক্তদান করেছেন। রক্তদাতাদের মধ্যে মহিলাদের উপস্থিতি ও ছিল লক্ষ্যনীয়। উদ্যোক্তা ও রক্তদাতাদের শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাতে শিবিরে আসেন গাইঘাটা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ইলা বাক্চি, শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ মধুসূদন সিংহ, পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ নিরুপম রায়, জেলা পরিষদ সদস্য অভিজিৎ বিশ্বাস, শিপ্রা বিশ্বাসসহ আরো অনেকে। গ্রামবাসী মহিলাগণ সকলকে পুষ্প স্তবকে বরণ করে নেন। বিশিষ্ট জনেরা সকলে জলেশ্বর গ্রামবাসীগণের রক্তদানের এই মহতী কর্মসূচীকে সাধুবাদ জানান।

মিলনীর লোক উৎসব

নীরেশ ভৌমিক ঃ ১২ ডিসেম্বর সকালে শোভাযাত্রা ও সন্ধ্যায় মহিলা ঢাকীদের ঢাকবাদনের মধ্য দিয়ে মছলন্দপুর মিলনী সংঘ পরিলিত ২৮ তম বর্ষের লোক সংস্কৃতি উৎসব ও মেলার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন উত্তর ২৪ পরগণা জেলা পরিষদের জনস্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ ও নাট্য ব্যক্তিত্ব অজিত সাহা। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ছিলেন হাবড়া ১নং গ্রাম পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি জনাব নেহাল আলি, কর্মাধ্যক্ষ বাপী মজুমদার, মছলন্দপুর ১নং গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান কল্পনা বসু, উপ-প্রধান দেবাশীষ দাস, রাউতাড়া গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান মানব কল্যান মজুমদার, শিক্ষাব্রতী হীরালাল মজুমদার, প্রখ্যাত চিকিৎসক ডাঃ সন্দীপ হালদার, মছলন্দপুর তদন্ত কেন্দ্রের অফিসার ইনচার্জ বিপ্লব সরকার, সমাজসেবী সুব্রত দে প্রমুখ। উৎসব কমিটির সভাপতি দীপক চক্রবর্তী ও সম্পাদক কার্তিক বাবু সকলকে স্বাগত জানান।

বাসভূমি সেরা লিটল ম্যাগাজিন পুরস্কার পেলেন উদার আকাশ পত্রিকার সম্পাদক ফারুক আহমেদ

প্রতিনিধি ঃ রবীন্দ্র সদন সভাগৃহে বাসভূমি সেরা লিটল ম্যাগাজিন পুরস্কার পেলেন উদার আকাশ পত্রিকার সম্পাদক ফারুক আহমেদ। পুরস্কার তুলে দেন ইতিহাসবিদ খাজিম আহমেদ, বাসভূমি পত্রিকার সম্পাদক অরূপ চন্দ্র ও সাহিত্যিক আনন্দ মার্জিত।

১ ডিসেম্বর ২০২৪, ঐতিহাসিক মুর্শিদাবাদ জেলার সদর শহর বহরমপুরে রবীন্দ্র সদন সভাগৃহে প্রতিবছরের মতো এবারও বসেছিল বাসভূমি উৎসব তথা বাসভূমি পুরস্কার প্রদানের আসর। ২০০৮ সালে শুরু হয়ে ২০২৪ সাল পর্যন্ত ১৭ বছরে বাসভূমি পুরস্কার মুর্শিদাবাদ সীমানা পেরিয়ে পশ্চিমবঙ্গ, উত্তর-পূর্ব ও মধ্য ভারত এবং প্রতিবেশী রাষ্ট্রেও একটি পরিচিত সাহিত্য পুরস্কার। এযাবৎ ৮৭ জন কবি সাহিত্যিক লেখক সমাজকর্মী চিত্রশিল্পী নাট্যকার আবৃত্তিকার সংগীতশিল্পী এই পুরস্কার পেয়েছেন। বাসভূমি পত্রিকার সম্পাদক অরূপ চন্দ্র জানালেন- ২০০৮ সালে শুরু হয়ে প্রতি বছর সুনির্বাচিত জ্ঞানীগুণী পণ্ডিত ব্যক্তি যাঁরা সমাজে শিল্প-সাহিত্য সংস্কৃতি ভাষা কৃষ্টির বিকাশে এবং চর্চায় বিশেষ নিদর্শন রাখছেন, তাঁদের মধ্যে থেকেই আজীবন নিরবচ্ছিন্ন কাজের জন্য "সিসিএআই-বাসভূমি জীবনকৃতি পুরস্কার" প্রদান করা হয়; এবং যারা প্রভূত সাহিত্যকর্মের সঙ্গে যুক্ত থেকে সমাজে বিশেষ নিদর্শন সৃষ্টি করছেন তাদের "বাসভূমি সাহিত্য সম্মাননা" প্রদান করা হয়। একই সাথে, লিটল ম্যাগাজিন, যা কিনা সাহিত্যের ধাত্রীভূমি এবং বর্তমানের অসংখ্য স্বনামধন্য সাহিত্যিকের গৌরবের উৎসভূমি, সেই লিটল ম্যাগাজিন ও তার সম্পাদকদের সম্মাননা প্রদান করা হয় "বাসভূমি সেরা বাংলা লিটল ম্যাগাজিন পুরস্কার" শিরোনামে।"

২০২৪ সালে, বাসভূমি জীবন কৃতি সম্মাননা ও পুরস্কারে যারা নির্বাচিত হয়েছিলেন সেই তালিকাটি চমকপ্রদ। বর্তমান বঙ্গের অন্যতম শক্তিশালী কবি তৈমুর খান; মুর্শিদাবাদ জেলার সীমানা ছাড়িয়ে যার চিত্রকর্ম সারা বাংলায় এক বিশেষ প্রভাব সৃষ্টি করছে, সেই চিত্রশিল্পী কৃষ্ণজিৎ সেনগুপ্ত এবং আজীবন যিনি নিজেকে ইতিহাস চর্চায় নিয়োজিত রাখলেন সেই ইতিহাস গবেষক প্রকাশ দাস বিশ্বাস- জীবনকৃতি পুরস্কার গ্রহণ করলেন আজকের মঞ্চে।

বাসভূমি সাহিত্য পুরস্কার তুলে দেওয়া হল সম্প্রীতি এবং লোকসংস্কৃতি নিয়ে নিরন্তর কাজ করে চলা প্রাবন্ধিক সাংবাদিক চন্দ্রপ্রকাশ সরকারের হাতে; একই সাথে লোকসংস্কৃতি গবেষক ড. গদাধর দে এই পুরস্কারে ভূষিত হলেন। বিশেষ উল্লেখ্য, গ্রাম্য গৃহবধূ হয়েও নিরন্তর সাহিত্যের চর্চাকে এবং সংস্কৃতির বিকাশে কাজ করে চলা কবি ও অরুণোদয় পত্রিকা সম্পাদিকা দেবী রাহা মিত্র এবছর বাসভূমি সাহিত্য সম্মাননা পেলেন; যিনি বাসভূমি সম্মাননা তালিকায় এই প্রথম মহিলা প্রাপক।

পশ্চিমবঙ্গের লিটিল ম্যাগাজিন আন্দোলনের দুই যুগপুরুষ কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরী ও গবেষণা কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা সন্দীপ দত্ত এবং সাহিত্যের ইয়ারবুক স্রষ্টা জাহিরুল হাসান এর আগে জীবনকৃতি পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন। লিটল ম্যাগাজিন আন্দোলনে যুক্ত বহু সম্পাদক যেমন আসামের প্রবাহ পত্রিকা, ত্রিপুরার সন্ধিক্ষণ, আন্দামানের বাকপ্রতিমা, ঝাড়খণ্ডের প্রৈতি, সুতাপা এবং আরো পত্রিকা তাদের অবদানের জন্য পুরস্কৃত হয়েছেন। ২০২৪ শে যারা নির্বাচিত তারা হলেন--- ঝাড়খণ্ডের ধানবাদের পত্রিকা 'শিল্পে অনন্যা', যার সম্পাদক ড. দীপক কুমার সেন; ভাঙড় থানার দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা থেকে প্রকাশিত পত্রিকা 'উদার আকাশ' সম্পাদক ফারুক আহমেদ; নদীয়া থেকে প্রকাশিত 'বনামি', সম্পাদক দিলীপ মজুমদার এবং ৫০ বছর ধরে প্রকাশিত হয়ে চলা পত্রিকা 'অজয়', সম্পাদক তারকেশ্বর চট্টরাজ। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, উদার আকাশ পত্রিকার সম্পাদক ফারুক আহমেদ বন্ধু-বান্ধবীদের টিফিনের টাকা বাঁচিয়ে ২০০২ সালে প্রথম পত্রিকা প্রকাশ করেন।

বেলা দেড়টায় অনুষ্ঠান শুরু হয় জন্মশতবর্ষে পৌঁছনো ভারত বিখ্যাত সুরকার সলিল চৌধুরীর গান দিয়ে। পরিবেশন করেন শ্রীমতী সঞ্চিতা রায়, তবলায় সংগত করেন জেলার খ্যাতনামা তবলা বাদন শিল্পী বিশ্বজিৎ মোহান্ত। এরপরে মুর্শিদাবাদ জেলার অন্যতম খ্যাতনামা আবৃত্তি চর্চা কেন্দ্র "অমৃতকুম্ভ"-র ১৫ জন আবৃত্তিকার একযোগে পরিবেশন করেন এক অভাবনীয় উপস্থাপনা শঙ্খ ঘোষের রচনা আশ্রয়ে "কবিতা আজ শেষের রণসাজ"; পরিচালনা সুকুমার ঘোষ। তাদের উপস্থাপনা দর্শক মনে গভীর দাগ কাটে। অমৃতকুম্ভর পরিচালক সৌমেন চট্টোপাধ্যায় সহ প্রত্যেক আবৃত্তি শিল্পীর হাতে বাসভূমি স্মারক উপহার তুলে দেওয়া হয়।

অনুষ্ঠানে জেলার দুই খ্যাতনামা সংগীত শিল্পী গার্গী ভট্টাচার্য চক্রবর্তী ও শ্রাবণী সিংহরায়ের যৌথ পরিবেশনা শুরু হয় নিধুবাবুর টপ্পা দিয়ে এবং তাঁরা

তৃতীয় পাতায়...

আমাদের সোনার দাম পেপার- রেট ও নৈমিত্তিক মূল্য অনুযায়ী

সম্পর্ক গড়ে
নিউ পি. সি. জুয়েলার্স
হলমার্ক গহনা ও গ্রহরত্ন

(১) আমাদের এখানে রয়েছে হাল্কা, ভারী আধুনিক ডিজাইনের গহনার বিপুল সম্ভার। (২) আমাদের মজুরী সবার থেকে কম। আপনি আপনার স্বপ্নের সাধের গহনা ক্রয় করতে পারবেন সামান্য মজুরীর বিনিময়ে। (৩) আমাদের নিজস্ব জুয়েলারী কারখানায় সুদক্ষ কারিগর দ্বারা অত্যাধুনিক ডিজাইনের গহনা প্রস্তুত ও সরবরাহ করা হয়। (৪) পুরানো সোনার পরিবর্তে হলমার্ক যুক্ত গহনা ক্রয়ের সুব্যবস্থা আছে। (৫) আমাদের এখানে পুরাতন সোনা ক্রয়ের ব্যবস্থা আছে। আধার কার্ড ও ব্যাঙ্ক ডিটেলস নিয়ে শোরুমে এসে যোগাযোগ করুন। (৬) আমাদের শোরুমে সব ধরণের আসল গ্রহরত্ন বিক্রয় করা হয় এবং জিয়োলজিক্যাল সার্ভে অব্ ইন্ডয়া দ্বারা টেস্টিং কার্ড গ্রহরত্নের সঙ্গে সরবরাহ করা হয় এবং ব্যবহার করার পর ফেরত মূল্য পাওয়া যায়। হোলসেলেরও ব্যবস্থা আছে। (৭) সর্বধর্মের মানুষের জন্য নিউ পি সি জুয়েলার্স নিয়ে আসছে ২৫০০ টাকার মধ্যে সোনার জুয়েলারী ও ২০০ টাকার মধ্যে রূপার জুয়েলারী, যা দিয়ে আপনি আপনার আপনজনকে খুশি করতে পারবেন। (৮) প্রতিটি কেনাকাটার ওপর থাকছে নিউ পি সি অপটিক্যাল গিফ্ট ভাউচার। (৯) কলকাতার দরে সব ধরনের সোনার ও রূপার জুয়েলারী হোলসেল বিক্রয়ের ব্যবস্থা আছে। (১০) সোনার গহনা মানেই নিউ পি সি জুয়েলার্স। (১১) আমাদের এখানে বসছেন স্বনামধন্য জ্যোতিষী ওম প্রকাশ শর্মা, সপ্তাহে একদিন— বৃহস্পতিবার। (১২) নিউ পি সি জুয়েলার্স ফ্রান্সচাইজি নিতে আগ্রহীরা যোগাযোগ করুন। আমরা এক মাসের মধ্যে আপনার শোরুম শুরু করার সব রকম কাজ করে দেবো। যাদের জুয়েলারী সম্পর্কে অভিজ্ঞতা নেই, তারাও যোগাযোগ করুন। আমরা সবরকম সাহায্য করবো। শোরুমের জায়গার বিবরণ সহ আগ্রহীরা বর্তমানে কী কাজের সঙ্গে যুক্ত এবং আইটি ফাইলের তথ্যাদি নিয়ে যোগাযোগ করুন। (১৩) জুয়েলারী সংক্রান্ত ২ বৎসরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন পুরুষ সেলসম্যান চাকুরীর জন্য Biodata ও সমস্ত প্রমাণপত্র সহ যোগাযোগ করুন দুপুর ১২টা থেকে বিকাল ৫টার মধ্যে। (১৪) সিকিউরিটি সংক্রান্ত চাকুরীর জন্য পুরুষ ও মহিলা উভয়ে যোগাযোগ করুন। বন্দুক সহ ও খালি হাতে। সময় দুপুর ১২টা থেকে বিকাল ৫টার মধ্যে। (১৫) অভিজ্ঞ কারিগররা কাজের জন্য যোগাযোগ করুন। (১৬) Employee ও কারিগরদের জন্য ESI ও PF এর ব্যবস্থা আছে। (১৭) অভিজ্ঞ জ্যোতিষিরা ডিগ্রী ও সমস্ত ধরণের Documents সহ যোগাযোগ করুন। (১৮) দেওয়াল লিখন ও হোর্ডিংয়ের জন্য আমাদের শোরুমে এসে যোগাযোগ করুন। (১৯) আমাদের সমস্ত শোরুম প্রতিদিন খোলা। (২০) Website : www.newpcjewellers.com (২১) e-mail : npcjewellers@gmail.com

নিউ পি. সি. জুয়েলার্স
বাটার মোড়, বনগাঁ
(বনশ্রী সিনেমা হলের সামনে)

নিউ পি. সি. জুয়েলার্স ব্রাঞ্চ
বাটার মোড়, বনগাঁ
(কুমুদিনী বিদ্যালয়ের বিপরীতে)

নিউ পি. সি. জুয়েলার্স বিউটি
মতিগঞ্জ, হাটখোলা,
বনগাঁ, উত্তর ২৪ পরগনা

এন পি.সি. অপটিক্যাল

১। বনগাঁতে নিয়ে এলো আধুনিক এবং উন্নত মানের সকল প্রকার চশমার ফ্রেম ও সমস্ত রকমের আধুনিক এবং উন্নত মানের পাওয়ার গ্লাসের বিপুল সম্ভার।
২। সমস্ত রকম কন্টাক্ট লেন্স-এর সুব্যবস্থা আছে।
৩। আধুনিক লেন্সোমিটার দ্বারা চশমার পাওয়ার চেকিং এবং প্রদানের সুব্যবস্থা আছে। এছাড়াও আমাদের চশমার ওপর লাইফটাইম ফ্রি সার্ভিসিং দেওয়া হয়।
৫। আমাদের এখানে চশমার ফ্রেম এবং সমস্ত রকমের পাওয়ার গ্লাস হোলসেল এর সুব্যবস্থা আছে।

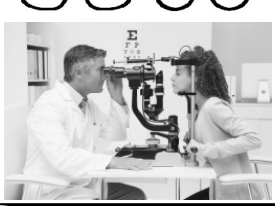

চক্ষু বিশেষজ্ঞ ডাক্তারবাবুদের চেম্বার করার জন্য সমস্ত রকমের ব্যবস্থা আছে।
যোগাযোগ করতে পারেন। মো: 8967028106

বাটার মোড়, (কুমুদিনী স্কুলের বিপরীতে), বনগাঁ

Printer, Publisher & Owner **Utpal Mallick**, Published at Kalupur (Uttarpara, P.O.- Kalupur, P.S.- Bongaon, Dist.- North 24 Parganas, W.B. PIN- 743235 and Printed at KUMAR PRESS at Tawbazar, Bongaon, North 24 Parganas, W.B., PIN- 743235 - **9232633899 / 9134228513 / 9647791986 / 8972800084**
e-mail.- sarbabhauma@gmail.com, Web- https://www.sarbabhaumasamachar.in Sub- Editor- **Haridas Golder** Editor- **Utpal Mallick**